নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলার রাজগঞ্জে দুইজন এবং সদর উপজেলার দত্তেরহাটে এক ব্যক্তির নিহত হবার অভিযোগ

তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন
অধিকার

২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল-১ একাত্তর সালে মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে মানবতার বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধের অভিযোগে জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর দেলওয়ার হোসেন সাঈদীকে ফাঁসির আদেশ দেয়। এ রায়কে কেন্দ্র করে সারাদেশে জামায়াতের ঘোষিত হরতালে সমর্থনের অংশ হিসাবে নোয়াখালী সদরের দত্তের হাট ও বেগমগঞ্জ উপজেলার রাজগঞ্জে হরতাল সমর্থনকারীরা মিছিল বের করে। এই মিছিল গুলোতে পুলিশ গুলি চালালে রাজগঞ্জে মাছ ব্যবসায়ী শহিদ উল্যা ওরফে লিটন (৩৩) ও দোকান কর্মচারী নূর উদ্দিন (১৭) এবং দত্তেরহাটের পিক-আপ ভ্যানের হেলপার খোকন (১৬) নিহত হন। কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য না হওয়া সত্বেও তাঁদের প্রাণ দিতে হয়েছে বলে নিহতদের পরিবার গুলোর অভিযোগ।

অধিকার ঘটনাটি সরেজমিনে তথ্যানুসন্ধান করে। তথ্যানুসন্ধানকালে অধিকার কথা বলে-

- ভিকটিমদের আত্মীয় স্বজন
- প্রত্যক্ষদর্শী
- ময়নাতদন্তকারী চিকিৎসক এবং
- আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের সঙ্গে।

চিত্র:১ খোকন।

চিত্র:২ শহিদ উল্যা ওরফে লিটন।

নূর উদ্দিনের ছবি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

গোলাম মোস্তফা ওরফে মোস্তফা মাষ্টার (নূর উদ্দিনের দোকান মালিক), টঙ্গিরপাড়, আলাদিনগর, রাজগঞ্জ, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালীঃ

গোলাম মোস্তফা অধিকারকে জানান, নূর উদ্দিনের বাড়ী নোয়াখালী সদর উপজেলার খলিফারহাটের রাম-হরি-তালু গ্রামে। ২০০৯ সালের শেষের দিকের কোন এক সময় থেকে নূর উদ্দিন তাঁর বাসায় থেকে গৃহস্থলির কাজ করতো ও রাজগঞ্জের বাজারে অবস্থিত তাঁর দোকানের কর্মচারী ছিল। ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত জামায়াতে ইসলামী এর নায়েবে আমীর দেলওয়ার হোসেন সাঈদীর বিরুদ্ধে দেয়া রায়কে কেন্দ্র করে জামায়াতে ইসলামীর ডাকা হরতালের সমর্থনে রাজগঞ্জের বাজার রোডে সকাল থেকেই মিছিল চলতে থাকে। ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ দুপুর আনুমানিক ১২.৩০ টায় বাজারের দোকান বন্ধ করে তিনি সাইকেলে ও নূর উদ্দিন পায়ে হেঁটে বাসার দিকে রওনা দেন। তিনি বাসায় চলে আসার আনুমানিক ২০ মিনিট পর তাঁর পরিচিত একজন লোকের মাধ্যমে জানতে পারেন নূর উদ্দিন রাজগঞ্জ বাজারের স-মিলের দোকানগুলোর কাছে গুলিবিদ্ধ হয়েছে। সেখান থেকে তাকে প্রথমে নোয়াখালী সদরের মাদার-ল্যান্ড হাসপাতাল ও পরে অবস্থার বেশী অবনতি হলে ১ মার্চ ২০১৩ নোয়াখালী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়া হলে সকাল আনুমানিক ৬.০০ টায় নূর উদ্দিন মারা যায় বলে তিনি জানতে পারেন।

নূর আলম স্বপন(নূর উদ্দিনের বড় ভাই), রাম-হরি-তালু, খলিফারহাট, নোয়াখালী সদর, নোয়াখালীঃ

নূর আলম স্বপন অধিকারকে জানান, তাঁর ছোট ভাই নূর উদ্দিন দারিদ্রতার কারণে রাজগঞ্জের মোস্তফা মাষ্টারের বাসায় থেকে তাঁর দোকানে কাজ করতো। ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ বিকেল আনুমানিক ৩.৩০ টায় রাজগঞ্জের বাজারে পুলিশের গুলিতে নূর উদ্দিন গুলিবিদ্ধ হয়েছে বলে মোস্তফা মাষ্টার তাঁকে খবর দেন। পরে তিনি খবর নিয়ে জানতে পারেন স্থানীয় কিছু লোক নূর উদ্দিনকে দ্রুত চিকিৎসার জন্য মাদার-ল্যান্ড হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে। তিনি দ্রুত হাসপাতালে যান, সেখানে নূর উদ্দিনের অবস্থার অবনতি হলে ১ মার্চ ২০১৩ তাকে নোয়াখালী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষনা করেন। নূর উদ্দিনকে রাম হরি তালুতে নিজেদের বাসার পাশে দাফন করা হয়। নূর উদ্দিন কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য ছিলো না বা তার বিরুদ্ধে কোন থানায় কোন মামলাও ছিলনা বলে তিনি জানান।

শেফালী বেগম(শহিদ উল্যা ওরফে লিটনের স্ত্রী), আলামপুর, রাজগঞ্জ, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালীঃ

শেফালী বেগম অধিকারকে জানান, লিটন পেশায় একজন মাছ ব্যবসায়ী ছিলেন। ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ লিটন তাঁর বাসার আঙ্গিনার পাশের পুকুর থেকে ধরে আনা মাছ বিক্রির জন্য পরিমাপ করছিলেন। এসময় পাশেই তাঁদের ১২ বছরের

ছেলে শাহাদাত হোসেন বসে ছিলো। বিকেল আনুমানিক ৪.০০ টায় তাঁদের বাসার পাশের রাজগঞ্জ বাজারের দিকে যাওয়া রাস্তায় হরতালের সমর্থনে ও দেলওয়ার হোসেন সাঈদীর মুক্তির দাবিতে মিছিল শুরু হয়। এসময় ছেলে শাহাদাত দৌড় দিয়ে মিছিল দেখতে যায়। লিটন ছেলে শাহাদাতকে মিছিলের দিকে যেতে নিষেধ করে তাকে ফেরাতে তার পিছু পিছু যান। রাজগঞ্জ বাজারের কাছে হওয়া মিছিলের কাছে গিয়ে ছেলের হাত ধরার পর পরই পুলিশের ছোঁড়া একটি গুলি লিটনের কপালের ঠিক মাঝখানে লাগলে, লিটন ঘটনাস্থলেই মারা যান। ঘটনার কিছুক্ষন পর পুলিশ গাড়ী নিয়ে ঘটনাস্থল ত্যাগ করলে স্থানীয়দের সহায়তায় লিটনের মরদেহ বাসায় আনা হয়। গোসলের পর রাত আনুমানিক ৯.০০ টায় যখন বাড়ীর পার্শ্ববর্তী কবরস্থানে লিটনের মরদেহ দাফনের প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছিল তখন বেগমগঞ্জ থানার পুলিশ সদস্যরা বাসায় আসে ও লিটনের মরদেহ থানায় নিয়ে যায়। ১ মার্চ ২০১৩ দুপুর আনুমানিক ১.০০ টায় বেগমগঞ্জ থানা থেকে লিটনের মরদেহ পুলিশ নোয়াখালী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেখে দিয়ে চলে যায়। পরে লিটনের বাবা মাহমুদুল্লাহ্ ময়নাতদন্তের পর হাসপাতালের সমস্ত খরচ মিটিয়ে বিকেল আনুমানিক ৫.০০ টায় লিটনের মরদেহ বাড়ীতে আনেন। সন্ধ্যা আনুমানিক ৬.৩০ টায় লিটনকে বাড়ির পাশের কবরস্থানে দাফন করা হয়। কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষ হয়ে সেদিন মিছিলে না যাবার পরও তাঁর স্বামীকে হত্যা করা হয়েছে, এমনকি পরবর্তীতে পুলিশ বাদী হয়ে যে মামলা করেছে সেখানেও তাঁর স্বামীকে তিন নম্বর আসামী করা হয়েছে। তিনি তাঁর স্বামীর হত্যার বিচার দাবি করেন।

মোহাম্মদ ইসমাইল(খোকনের মামাতো ভাই), পশ্চিম শাহপুর, দত্তেরহাট, নোয়াখালী সদর, নোয়াখালীঃ

মোহাম্মদ ইসমাইল অধিকারকে জানান, তাঁর ভাই খোকন পেশায় একজন পিক-আপ ভ্যানের হেলপার। ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ সদরের দত্তেরহাটে হরতালের সমর্থনে ও দেলওয়ার হোসেন সাঈদীর মুক্তির দাবিতে মিছিল হয়েছিল আবার হরতাল বিরোধী মিছিলও হয়েছে। সেদিন দুপুরের খাবার খাওয়ার পর বিকেল আনুমানিক ৩.০০ টায় তিনি ও খোকন দত্তেরহাটের দিদার রেষ্টুরেন্টে চা খেতে যান। সেসময় রেষ্টুরেন্টের সামনের রাস্তায় তাঁরা মিছিলের শব্দ শুনতে পান। এরপরই হঠাৎ রাস্তায় গুলির শব্দ শুনে কৌতূহলে খোকন রেষ্টুরেন্টের সামনে বের হলে একটি গুলি এসে খোকনের পেটে লাগে। তখন স্থানীয় কিছু লোকের সহায়তায় খোকনকে নোয়াখালী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক খোকনকে মৃত ঘোষনা করেন। ময়নাতদন্ত শেষে রাত আনুমানিক ৮.৩০ টায় খোকনকে বাসার কাছে দাফন করা হয়।

অফিসার ইনচার্জ এস এম আহসানুল ইসলাম, বেগমগঞ্জ থানা, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালীঃ

এস এম আহসানুল ইসলাম অধিকারকে জানান, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ রাজগঞ্জে হরতালের সমর্থনে ও দেলওয়ার হোসেন সাঈদীর মুক্তির দাবিতে বের হওয়া মিছিল যে সহিংস হয়ে উঠবে সে ব্যাপারে পুলিশের কাছে কোন তথ্য ছিল না। সেদিন সকাল আনুমানিক ৯.৩০ টায় রাজগঞ্জে পুলিশের টহল গাড়ী টহল দিয়েছে। তখন রাজগঞ্জ বাজারের কাছে হরতাল সমর্থকদের ফেলে রাখা গাছের গুঁড়ির ব্যারিকেড সরাতে গেলে পুলিশ সদস্যদের সঙ্গে হরতাল সমর্থকদের প্রথমে কথাকাটাকাটি হলেও পরবর্তীতে হরতালকারীরা ব্যারিকেড সরিয়ে নেয় এবং পলিশ থানায় চলে আসে। এরপর দুপুর আনুমানিক ২.০০ টায় স্থানীয় লোকদের কাছে হরতাল সমর্থকদের সহিংস তান্ডবের খবর পেয়ে থানা থেকে তিন গাড়ী পুলিশ সহ উপজেলা নির্বাহী অফিসার নূরুল হক ঘটনাস্থলে যান। পুলিশ রাজগঞ্জ বাজারের কাছে গেলে হরতাল সমর্থকদের সহিংস বিরোধিতার মুখে পড়েন। হরতাল সমর্থকরা রাস্তায় গাছের গুঁড়ি ফেলে রেখে পুলিশের গাড়ির গতি রোধ করে। পুলিশকে লক্ষ্য করে প্রথমে ইঁট ছুড়লেও পরে যখন হরতাল সমর্থকরা গুলি ছুঁড়তে থাকে তখন উপজেলা নির্বাহী অফিসার নূরুল হকের নির্দেশে মাইকিং করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে পুলিশের ও জনগনের জানমাল রক্ষার্থে পুলিশ গুলি চালাতে বাধ্য হয়। এসময় পুলিশ গ্যাসগান থেকে ২৪ রাউন্ড, শটগান থেকে ২১৫ রাউন্ড ও চায়নাগান থেকে ১১ রাউন্ড গুলি ছোঁড়ে। পরবর্তীতে রাজগঞ্জের বাজারে ২ জন মারা যাবার খবর পাওয়ার পর এস আই মিজানূর রহমান এ ব্যাপারে একটি অপমৃত্যুর মামলা দায়ের করেন। যার নম্বরঃ১, তারিখঃ১-৩-১৩। মামলাটির তদন্ত করছেন বেগমগঞ্জ থানার অফিসার ইন চার্জ (তদন্ত) ইব্রাহিম খলিল।

অফিসার ইন চার্জ (তদন্ত) ইব্রাহিম খলিল, বেগমগঞ্জ থানা, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালীঃ

ইব্রাহিম খলিল অধিকারকে জানান, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ রাজগঞ্জের ঘটনায় এস আই মিজানূর রহমান বাদী হয়ে যে মামলাটি করেছেন তিনি তার তদন্ত করছেন। এজাহারে উল্লেখিত ৭১ জনের মধ্যে ৩৪ জনকে এবং সন্দেহভাজন আরো ২৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং বাকীদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

ফয়সাল, কর্তব্যরত চিকিৎসক, মাদারল্যান্ড হাসপাতাল, মাইজদী কোর্ট, নোয়াখালীঃ

ফয়সাল অধিকারকে জানান, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ বিকেল আনুমানিক ৫.০০ টায় নূর উদ্দিন নামে গুলিবিদ্ধ একজনকে হাসপাতালে আনা হয়। তাঁকে প্রাথমিকভাবে চিকিৎসা দেয়া হয়। ১ মার্চ ২০১৩ ভোর আনুমানিক ৫.৩০ টায় তাঁর অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য নোয়াখালী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।

এস আই শ্রীকান্ত চন্দ্র দাস, সুধারাম থানা, নোয়াখালীঃ

শ্রীকান্ত চন্দ্র দাস অধিকারকে বলেন, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ দুপুর আনুমানিক ২.০০ টায় নোয়াখালী সদরের দত্তেরহাটে হরতালের সমর্থনে ও দেলওয়ার হোসেন সাঈদীর মুক্তির দাবিতে বিভিন্ন বয়সের আনুমানিক বারশ থেকে তেরশ লোক সশস্ত্র অবস্থায় মিছিল নিয়ে নোয়াখালী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অফিসের রাস্তা দিয়ে দত্তেরহাটের দিকে আসতে থাকে। সেসময় তারা রাস্তার পাশের অসংখ্য দোকানে ভাংচুর ও লুটপাট করে এবং সেইসাথে উজ্জলপুরের আল-আমিন বাসের ডিপোতেও আগুন ধরিয়ে দেয়। দত্তেরহাটে পুলিশ তাদের বাঁধা দিতে গেলে তারা পুলিশের ওপর ইট, লোহার রড, দা, কিরিচ ও বন্দুক নিয়ে হামলা চালায়। সেসময় অনেক পুলিশ সদস্য আহত হলে সঙ্গে উপস্থিত নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হাসান সাদীর নির্দেশে আনুমানিক ৩.০০ টা থেকে ৬.০০ টা পর্যন্ত পুলিশ উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে নিয়ন্ত্রনে আনতে ১০১ রাউন্ড কাঁদানে গ্যাস, ১০৩৯ রাউন্ড শটগানের গুলি, চায়না গান থেকে ৩০ রাউন্ড গুলি ও তাঁর নিজ পিস্তল থেকে ১ রাউন্ড গুলি ছোঁড়েন। তিনি পরে জানতে পারেন দত্তেরহাটে দিদার হোটেলের সামনে খোকন নামে একটি ছেলে গুলিবিদ্ধ হয়ে পরে হাসপাতালে মারা গেছে। এ ব্যাপারে থানায় এস আই সাইফুল বাদী হয়ে যে মামলাটি করেছেন, তিনি সে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা। যার নম্বরঃ ২৫, তারিখঃ ২৮/২/১৩।

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হাসান সাদী, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নোয়াখালীঃ

হাসান সাদী অধিকারকে বলেন, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ দত্তেরহাটে হরতালের সমর্থনে ও দেলওয়ার হোসেন সাঈদীর মুক্তির দাবিতে উচ্ছৃঙ্খল জনতা জনগণের সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি সাধন ও পুলিশের ওপর ধারালো অস্ত্র ও আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে হামলা চালায়। এতে অনেক পুলিশ সদস্য আহত হলে উপায় না পেয়ে তিনি পুলিশকে গুলি চালানোর নির্দেশ দেন। এ ব্যাপারে একটি মামলা হয়েছে। এবং মামলাটি তদন্তাধীন হওয়ায় তিনি এ ব্যাপারে আর কিছু বলতে চাননি।

ফরিদ উদ্দিন চৌধুরী, আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা, নোয়াখালী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, নোয়াখালীঃ

ফরিদ উদ্দিন চৌধুরী অধিকারকে জানান, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ সুধারাম থানা পুলিশ দত্তেরহাটের পশ্চিম শাহপুর এলাকার খোকন নামের এক ব্যক্তির লাশ মর্গে আনে ময়নাতদন্তের জন্য। যার ময়নাতদন্ত নম্বর-২৬,তারিখঃ ১/৩/১৩ । এরপর বেগমগঞ্জ থানা পুলিশ আলমপুরের শহিদ উল্যা ওরফে লিটনের লাশ মর্গে আনে ময়নাতদন্তের জন্য। যার নম্বর-২৮, তারিখঃ ১/৩/১৩। ময়নাতদন্তে তাঁকে সহায়তা করেন হাসপাতালের জরুরী বিভাগের চিকিৎসা কর্মকর্তা আবুল ফয়েজ ভুঁইয়া। ঘটনাগুলো পুলিশি মামলার সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ায় ও তদন্ত রিপোর্ট এখনো জমা না দেয়ায় এ ব্যাপারে বিস্তারিত আর কিছু তিনি জানান নি। তবে ১ মার্চ ২০১৩ ভোর আনুমানিক ৬.০০ টায় নূর উদ্দিন নামে রাজগঞ্জের

আর একজন ছেলেকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় হাসপাতালে আনা হলে চিকিৎসা প্রদানরত অবস্থায় তার মৃত্যু হয় বলে তিনি বলেন।

অধিকার এর বক্তব্যঃ

নিহতদের পরিবার ও স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে এটা নিশ্চিত হওয়া গেছে যে, নিহতরা কেউ কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জড়িত ছিলেন না, কিন্তু তারপরও তারা সবাই রাজনৈতিক সহিংসতার শিকার হয়েছেন।

অধিকার রাজনৈতিক আন্দোলনগুলোতে পুলিশের নির্বিচারে গুলি চালানোর তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে। একটি স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পুলিশের গুলিতে নিরপরাধ মানুষের মৃত্যু মানবাধিকার লঙ্ঘনের চূড়ান্ত সীমা অতিক্রম করছে বলে অধিকার মনে করে। অধিকার সরকারের কাছে অবিলম্বে এসব নিরপরাধ নাগরিকদের মৃত্যুর ব্যাপারে সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনার দাবি জানাচ্ছে এবং সেই সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারগুলোর জন্য ক্ষতিপূরন দাবি করছে।

-সমাপ্ত-